প্রাবন্ধিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত

দেবাশিস ভট্টাচার্য

সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম ও সাহিত্য বিশ্লেষণের প্রগাঢ় মনন নিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একুশ শতকের প্রথম পাদেও যিনি সতর্ক চেতনার আলোকে বাংলা প্রবন্ধ রচনায় নিযুক্ত থেকেছেন, তিনি সুরজৎ দাশগুপ্ত। সাহিত্যচর্চায় অন্যান্য বিদ্যাচর্চার ধারণা যুক্ত হলে মেধা ও চিন্তন পরিপুষ্ট হয়ে সাহিত্যসমালোচনাকে সমৃদ্ধ করে। শুধু হৃদয়বত্তা নয় পরিশীলিত মেধার সংযোগ চাই, দেশ-কাল-পাত্র বিষয়ে স্পষ্ট ও গভীর জ্ঞানের যোগ থেকে সাহিত্যস্বরূপ হৃদয়গ্রাহী হয়। এটাই ঘটেছে সুরজিৎ দাশগুপ্তর সাহিত্যসমালোচনার মধ্যে। তাঁর প্রবন্ধচর্চার একটি দিক হ'ল সাহিত্যচর্চা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান। যেমন— মহাকবিদের জীবন ও সাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বাঙালির তথা ভারতের নবজাগরণ, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, মৌলবাদের স্বরূপ সন্ধান, বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্করের শিল্পীসত্তার শিকড়ের অনুসন্ধান, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল ও গান্ধীর মতো রাজনীতিবিদের ভূমিকা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সংযোগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ভাস্কো-ডা-গামা-র ভারত-অন্বেষার তথ্য ও সত্যের সমাহারের বিন্যাস এবং সুরজিৎ দাশগুপ্ত-র সমকালীন বাঙালি প্রতিভাবানদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও মনোগত যোগসূত্রের অপূর্ব সরল বর্ণনা তাঁর লেখকসত্তার বিস্তৃতিটিকে চিনিয়ে দেয়। এই নানান ক্ষেত্রের পর্যবেক্ষরণে প্রাবন্ধিক সুরজিৎ দাশগুপ্তের প্রতিভা কিভাবে পক্ষবিস্তার করেছিল তা তাঁর প্রবন্ধ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সূত্রে প্রাচ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রয়াসের ক্ষেত্রে সুরজিৎ দাশগুপ্তর বিশেষ অবদান আছে। মহাকবিদের জীবন ও সাহিত্যের তুলনা শুধু নয়, জীবনদর্শন, এমনকি তাঁদের জীবনে নারী-সংযোগের গুরুত্বের দিকটি যত্ন নিয়ে আলোকপাত করেছেন এই ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যবিশ্লেষক। সেই বীক্ষার নিদর্শন 'দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ'-নামক সুপরিচিত গ্রন্থটি। মধ্যযুগের ইউরোপ, ধর্মীয়-অর্থনৈতিক পরিবেশ, বিত্তবান শ্রেণির উদ্ভবের কারণ ও স্বরূপ সন্ধানের ভেতর থেকে কিভাবে ইতালীর কবি দান্তের আবির্ভাব ঘটল তার যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা লেখকের ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাকে চিহ্নিত করে। তিন আলাদা সময়ে তিনজন মহাকবি পৃথিবীর তিন স্বতন্ত্র্য ভৌগোলিক স্থানে আবির্ভূত হয়েও কিভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে এক হয়ে উঠতে পারেন তা সুরজিৎ দাশগুপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'মহাকবিরা ক্রান্তিকালের সন্তান'—এই

ধ্রুব-উক্তি দিয়ে এ গ্রন্থের সূচনা। ইতালীয় কবি দান্তে, জার্মান কবি গ্যেটে এবং বাঙালি তথা ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ প্রাবন্ধিকের আলোচ্য ও তুলনার বিষয়। তিনি লিখছেন, "এই তিন মহাকবিরই জন্ম বিত্তবান পরিবারে। দান্তে ও গ্যেটের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছে দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকাতে এবং রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিক কার্যকলাপ অপেক্ষাকৃত নগণ্য হলেও তাঁর চিন্তাভাবনা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ..."। জওহরলাল নেহরুর আদর্শ ও জিজ্ঞাসা যে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবাদর্শের প্রভাবে প্রভাবিত তাও স্মরণ করিয়ে দেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত। মধ্যযুগের অন্তিমকালে দান্তের আবির্ভাব, অষ্টাদশ শতকের জার্মান কবি গ্যেটে এবং রবীন্দ্রনাথ উনিশ-বিশ শতকের ভারতীয় কবি। এই তিন কালের তিন কবির কাব্যপ্রেরণার উৎস ছিল ব্যক্তিগত জীবন। দান্তের জীবন ভরে উঠেছিল চরম ব্যর্থতা ও বিষাদে। কিন্তু গ্যেটের ব্যক্তিজীবনে সাফল্য এবং স্বাধীন নাগরিকের উন্মুক্ততা ছিল। ভার্জিলের পথ অবলম্বন করেন দান্তে। বিয়াত্রিচে ছিলেন দান্তের জীবন-আরাধ্যা। তাঁর চারশ বছর পর আবির্ভূত হন গ্যেটে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দেরি করে সমৃদ্ধ হতে আসা ইউরোপীয় জাতি জার্মান। আধুনিক মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জনের রূপ ফুটে উঠল 'ফাউস্ট'-এ। 'ডিভাইন কমেডি' ও 'ফাউস্ট'-এর কালগত অবস্থান এবং তাদের নায়িকাদের জীবনবোধের তাৎপর্য সন্ধিৎসার স্বাতন্ত্র বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিককে আমরা সতর্ক ও কাল সচেতন রূপে আবিষ্কার করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এই দার্শনিকবোধ দানা বেঁধে ছিল। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ এবং আর একটি ধারণা : 'আনন্দস্বরূপ রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে' —এই দুই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের কাব্যসত্য গড়ে তুলেছে,—কিন্তু পরাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক রবীন্দ্রনাথের আজীবনের গ্লানি এবং ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তির ক্রমবর্ধমান লোলুপতায় বড়ো হয়ে ওঠা অমানবিকতার উৎসমূলকে আক্রমণ করে তাঁর কাব্য ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অমানবিকতা থেকে রবীন্দ্রনাথ পেলেন উদ্বেগ, নৈরাশ্য এবং সন্ত্রাস। তার ভেতর থেকেই রবীন্দ্রনাথের সম্মানলাভ এবং চেতনার বিকাশ গড়ে ওঠে। গ্রন্থটির শেষে সুরজিৎ দাশগুপ্ত দেখাচ্ছেন, প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন—'ফাউস্ট' ও 'রক্তকরবী'-র কোনো তুলনা করা যায় কি? শুধু নাটক কেন, ছোটগল্প-উপন্যাসে, কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, বঞ্চনা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, হতাশা, হিংসা-কে তুলে ধরেননি, তাঁর চিত্রগুলিও কি এদিক থেকেই বীক্ষণীয় নয়? এই গ্রন্থের শেষ বাক্যটিতে প্রাবন্ধিকের সিদ্ধান্ত সর্বকালের কাছে অবিনশ্বর হয়ে থাকতে পারে :

"দান্তে, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিগণ নিজেদের দেশবাসীর সামূহিক চেতনার অতল গহনে নিহিত বিশ্বাস ও সংস্কারকে নিজ নিজ রাসায়নিক প্রণালীতে তথা প্রতিভার প্রক্রিয়ায় পরিণত করেন এমন এক অপূর্ব ভোগ্য বস্তুতে যা একই সঙ্গে স্রষ্টার ও ভোক্তার আপন আপন দেশ, কাল ও পাত্র অতিক্রান্ত এক বৃহৎ ও মহৎ অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।" অন্নদাশঙ্কর রায়-এর 'ফাউস্ট' প্রবন্ধ পড়েই গ্যেটে সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত। জার্মান সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান বিষয়ে তাঁর আগ্রহকে উসকে

দিয়েছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কালিদাস ও গ্যেটে' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন আনন্দবাজার পত্রিকায় ১১ ফাল্গুন ১৩৭৫-এ। এভাবেই এক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ক্রমশ এগিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি পাঠ করে অন্নদাশঙ্কর রায় একটি দীর্ঘ আলোচনা লিখেছিলেন।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষের স্বরূপ সন্ধান সুরজিৎ দাশগুপ্তের গবেষণার আর একটি বিষয়। 'নবজাগরণ : বিচার বিতর্ক', 'উনিশ শতাব্দীর জার্মানীতে ভারতীয় সংস্কৃতি', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জার্মান সংস্কৃতি' ইত্যাদি কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধেও উনিশ শতক নিয়ে আলোচনার নানা দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে সুরজিৎ দাশগুপ্তর কলমে। 'নবজাগরণ : বিচার বিতর্ক' প্রবন্ধগ্রন্থটিতে চোদ্দোটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধটি 'নবজাগরণের স্বদেশ-বিদেশ'। ২০১৩ সালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্মদিনে বাংলা আকাদেমি সভাঘরে প্রদত্ত ভাষণ। এই প্রবন্ধে 'নবজাগরণ' শব্দটির উৎপত্তি, পাশ্চাত্যে তথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ে আসা রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র অন্বেষণ করেছেন পূর্ববর্তী গবেষকদের নানা মতামতের নিরিখে। ১৪৫০ থেকে ১৫৫০-এর মধ্যে ইতালীয় রেনেসাঁসকেই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর বাংলার তথা ভারতের রেনেসাঁস বিষয়ে তাঁর নির্ধারিত আলোচিত সময় ১৮১৬ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত। এদেশের রেনেসাঁসের তিন ধরনের সমালোচকের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এই তিনটি শ্রেণি হ'ল : ১. যাঁরা ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের মিল খুঁজে পেয়ে এই নবজাগরণকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কাজী আবদুল ওদুদ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমলেশ ত্রিপাঠী, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ মনীষী। এঁরা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসকে রেনেসাঁসের পর্ব বলে বিশ্লেষণ করেছেন। ২. সুশোভনচন্দ্র সরকার, বিনয় ঘোষ প্রমুখ প্রথমে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের তুলনা করে পরে নিজেদের বক্তব্য বদল করে বলেছেন— আমাদের নবজাগরণ বহুমুখী পুনর্জাগরণ-এ বহুমাত্রিকতায় সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করলেন। ৩. মার্কসীয় বিদ্বানবর্গের দৃষ্টিতে বাংলার রেনেসাঁসের স্বরূপ উন্মোচন। সুমিত সরকার, অরবিন্দ পোদ্দার, গোপাল হালদার প্রমুখ রামমোহনকে ধনলিপ্সু ভণ্ডরূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে এই সমালোচকরা হলেন—"মনে হয় যে ভারত হল ইংল্যান্ডের উপনিবেশ আর ইংল্যান্ডেশ্বরই ভারতের সম্রাট এই বাস্তবতা তাঁদের মনে এই সংস্কার করেছে যে কোনও স্বাধীন সাম্রাজ্যের বা স্বাধীন দেশের রেনেসাঁসের সঙ্গে উপনিবেশের রেনেসাঁস সমতুল্য হতে পারে না, তাই তাঁদের কাছে বাংলার রেনেসাঁস আসলে কলোনিয়াল রেনেসাঁস। এভাবেই দেশ-বিদেশের তুলনাত্মক রেনেসাঁস চর্চার ইতিহাস এবং প্রকৃত রেনেসাঁসের স্বরূপ কি, তাকে আমাদের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর এই সূত্রেই তাঁর আলোচনার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে রামমোহন রায়, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ। রামমোহনকে নিয়ে তাঁর দুটি স্বতন্ত্র বইয়ের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ' এবং

'রামমোহন : ব্যক্তিতন্ত্র ও বিশ্বতন্ত্র' গ্রন্থদুটি বাংলার রেনেসাঁসের আলোচনার সূত্রেই যুক্ত হতে পারে।

বাঙালি মননের চর্চা সুরজিৎ দাশগুপ্তের বিদ্যাচর্চার একটি দিক বলা যেতে পারে। জ্ঞানচর্চাকারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সেইসূত্রে তাঁদের জ্ঞান-পরিধি পরিমাপের প্রয়াস দেখা যায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় এক বড় স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নির্ণয়েও তিনি সিদ্ধহস্ত। 'বউঠাকুরাণীর হাট : ঐতিহাসিক উপন্যাস, না নৈতিক জিজ্ঞাসা', প্রবন্ধটি রবীন্দ্রসাহিত্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'চেনা-অচেনা রবীন্দ্রনাথ', 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবি', 'পরিবেশগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি মুসলমান', 'রবীন্দ্রনাথের কালিম্পঙে' প্রবন্ধগুলিও নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। 'দান্তে গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ'—এ রবীন্দ্রচর্চার যে সূত্রপাত ঘটেছিল, তা সম্পর্কের ত্রিকোণ। রবীন্দ্রনাথ : সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, গান্ধী' পর্যন্ত বিস্তৃতি পেয়েছে। ছাত্রকালে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে গিয়ে জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁরই কলমে রবীন্দ্রপ্রতিভা নানাভাবে উন্মোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে গান্ধী-তাঁর অপেক্ষা অল্প ছোট, ভ্রাতৃতুল্য, প্রথমে পরোক্ষ পরিচয়ের পর্বে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধান্বিত, কিন্তু সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার প্রাথমিক পর্বে দূরত্বই রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত, পরবর্তীকালে সহমতে ও মতভেদে এবং অন্তিম পর্বে রবীন্দ্রনাথের নির্ভরতা-সমস্তটা মিলে এই দুই যুগন্ধরের সম্পর্ক পতনে-উত্থানে যে জটিল কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছিল, তা এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত নতুন আলোকে। জওহরলালের পিতা ও রবীন্দ্রনাথ একই বয়সের ফলে বলা যেতে পারে রবীনন্দ্রনাথ ও জওহরলালের সম্পর্ক একপ্রকার পিতা-পুত্রের। তবে তা অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে শেষ পর্যন্ত আলোকিত। যদিও জওহর-কন্যা ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক প্রথমে সুভাষচন্দ্রের ঔদাসীন্যের ও নির্লিপ্তির, হঠাৎ উদ্ভাসনে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় এ সম্পর্ক নাটকীয় হয়ে ওঠে। এই তিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমকালের প্রবৃদ্ধ-পরিণত সাহিত্যিককে কিভাবে নিয়েছেন তা আমরা এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে পেয়ে যাই। মনে রাখতে হবে এই সম্পর্কসূত্রগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমকালীন রাজনীতিকেই, বিশেষ করে। একজন প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পরাধীন ভারতের বিশ শতকের প্রথমার্ধ উন্মোচিত হয়েছে বাংলার প্রেক্ষিতে। গান্ধী, অ্যানি বেসান্ত, তিলক যেমন রবীন্দ্র-রচিত ও অভিনীত 'ডাকঘর' প্রদর্শনে কলকাতায় উপস্থিত হ'ন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন তাঁর 'তাসের দেশ'। নাট্যকার, নোবেলজয়ী কবির নাইট উপাধি-বর্জনে যেমন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও মানবিক সক্রিয়তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে এক সৌন্দর্য-অন্বেষক, মননশীল সাহিত্যিককে আমরা খুঁজে পাই এই গ্রন্থে, সুরজিৎ দাশগুপ্তের অন্বেষায়।

অন্নদাশঙ্কর রায় সুরজিৎ দাশগুপ্তের কাছে 'ক্রান্তদর্শী'রূপে চিহ্নিত। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি যেমন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি অন্নদাশঙ্করকে নিয়ে তাঁর এই গ্রন্থ 'ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর'। ব্যক্তিগতজীবনে তিনি অন্নদাশঙ্করের খুবই ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের সমালোচনা লিখেছেন। লীলা রায়ের সান্নিধ্য স্নেহও সুরজিৎ দাশগুপ্তের পাথেয় হয়েছে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অন্নদাশঙ্কর রায়ই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব।' 'ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর গ্রন্থটি'তে অন্নদাশঙ্করের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষিত হয়েছে। পর্যায় ধরে এবং গ্রন্থ ধরে ধরে ব্যক্তি অন্নদাশঙ্করের প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা হয়েছে গবেষকের এবং নিবিষ্ট সাহিত্যিকের মননের আলোকে। অন্নদাশঙ্কর বিষয়ে গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্ত : "২০০২ সালের ১৫ মার্চ ১৪০৮ বঙ্গাব্দের ১ চৈত্র নিরানব্বই বছরে পৌঁছেও অন্নদাশঙ্কর একজন নবীন যুবকের মতো আশাবাদী, স্বপ্নদ্রষ্টা, সদ্বিশ্বাসী। শরীর পরনির্ভর হলেও মস্তিষ্ক সক্ষম ও স্বাধীন, ইন্দ্রিয় দুর্বল হলেও বিবেক জাগ্রত। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও নিজের রচিত জীবনে তিনি নায়ক, সমুন্নত নায়ক—অজেয় ক্রান্তদর্শী।' অন্নদাশঙ্করের ১২৯টি গ্রন্থের নাম প্রকাশকাল এবং প্রকাশনাসংস্থার নাম ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে, এটিকে উপরিপাওনা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুরজিৎ দাশগুপ্তের খুবই 'কাছের মানুষ'রূপে পরিচিত তাঁর দুটি প্রবন্ধে। ১. আন্তর্জাতিক সুনীতিকুমার এবং ২. 'কাছের মানুষ সুনীতিকুমার'। প্রথম প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে কিছু পঙ্‌ক্তি বড়ো হরফে লেখা হয়েছে, তার কয়েকটি উদ্ধৃত করলেই সুরজিৎ দাশগুপ্তর সুনীতিকুমারকে চেনা যাবে। ১. 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নামটির অর্থ অহেতুক অফুরন্ত স্নেহ।' ২. 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নামটির অর্থ জ্ঞানের সর্বব্যাপিতা। ৩. 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নামটির অর্থ অন্তহীন উৎসাহ।' এভাবেই, ক্ষুদ্র পরিচয় থেকে বৃহত্তর পরিচয়ে নিরন্তর যাত্রা', 'অসাধারণত্ব, মৌলিকত্ব ও চমকপ্রদ নতুনত্ব', 'সম্যক ও সম্পূর্ণ মানুষ'রূপে প্রাবন্ধিকের কাছে সুনীতিকুমার চিহ্নিত। বিশ্বসংস্কৃতির অন্বেষক সুনীতিকুমারের জ্ঞানচর্চার নানা দিকের অন্বেষণ করেছেন সুরজিৎ। সুনীতিকুমারের নিরন্তর উৎসাহও তাঁকে এগিয়ে যেতে, গবেষণার নানা দিকে চালিত করেছে। সুনীতিকুমারের বেশ কিছু চিঠি প্রথম প্রবন্ধটিকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করেছে। একটি পত্রে সুনীতিকুমার লিখেছেন : 'এইবার মন দিয়ে পড়াশুনো করে ভালভাবে পাসটা করে ফেল—ভাল ছাপ থাকলে ভবিষ্যতে ঘোরাঘুরি করার সুযোগ সুবিধা অমনি এসে যাবে, যদি ও দিকে লক্ষ্য থাকে।"

প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বতন্ত্রভাবে তাঁর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। 'স্মৃতির পাখিরা' গ্রন্থে সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গ লাভ এবং তাঁদের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে নিযুক্ত আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটি বেশ সরসভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। যে জীবনানন্দকে সহজে নাগালে পেতেন না কেউ-ই, তাঁর সঙ্গে সুরজিৎ দাশগুপ্তের আন্তরিক সখ্য গড়ে উঠেছিল বেশ গভীরভাবেই, এক চিঠির

উত্তরে জীবনানন্দ লিখেছিলেন : 'তুমি Election সম্পর্কে যে একা একা নানা জায়গায়—বিশেষতঃ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে তার বর্ণনা প'ড়ে চমৎকার লাগল। জলপাইগুড়ি ও ওদিককার অঞ্চল, পাহাড় নদী জঙ্গল, বেশ দেখবার মত—ঘুরে বেড়াবার মত ; আমার খুব যেতে ইচ্ছা করে। জলপাইগুড়ির দিকে একবার যাব ভাবছি, কিন্তু কবে হয়ে ওঠে বলতে পারা যাচ্ছে না।' এভাবেই চিঠিপত্রের উল্লেখে ও নানা ব্যক্তিগত ঘটনার সরল বর্ণনায় 'স্মৃতির পাখিরা' বইটি বেশ তথ্যনিষ্ঠ এবং মনোরম আর আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

'প্রবন্ধ সংগ্রহ'-র প্রথম খণ্ডটি পাশ্চাত্য সাহিত্যিক এবং দার্শনিকদের নিয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ। সেখানে যেমন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর আগ্রাসী নীতির তীব্র কঠোর সমালোচনা আছে, বাণিজ্যতরীর সাহায্যে সে সভ্যতা সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তেমনি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান এবং লাতিন আমেরিকান সাহিত্যিক দার্শনিকদের সেই প্রেক্ষিত থেকে এসে সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় জীবনের ও চিন্তার যে দিকগুলো উন্মোচিত হয়েছি তাকেই ধারাবাহিকভাবে আলোকিত করেছেন। 'নৌকাডুবির ইতিকথা', 'সংকটাপন্ন প্রজন্ম', 'ইউরোপের অগ্নিপরীক্ষা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা দিককে আলোচনা করেছেন বিদগ্ধ ঐতিহাসিক ও মননশীল সাহিত্যসমালোচকের দৃষ্টিতে। জেমস জয়স, ফ্রানৎস কাফকা, টোমাস মান, মার্সেল প্রুস্ত, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, আলবেয়ার কামু, স্যামুয়েল বেকেট, লিও টলস্টয়, টি. এস. এলিয়ট, নীৎসে, কিয়ের্কেগার্দের সাহিত্য-শিল্প ও দর্শন-কৃতির দিকগুলি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল, বা সুরজিৎ দাশগুপ্তর পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার ধারা বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তার গভীর সমাজ ও ইতিহাসবোধ। কালচেতনার আলোকে কোনো রচনাকেই বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে, কালই যেন রচনাকে নিয়ে আসছে, সেগুলি যেন কালেরই ফসল, বুদ্ধিজীবীরা যেন কালের সন্তান—এইভাবে দেখেছেন, তাই এ দেখার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

সুরজিৎ দাশগুপ্তর চর্চায় ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মারফত ইসলামীদের জোর করে ধর্মান্তরণ, যেমন তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছে, তেমনি ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ইসলামের উত্থান ও হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ইসলামভাবনা নিয়েও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটির কথা উল্লেখযোগ্য এ প্রসঙ্গে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, উনিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে ব্রিটিশ, ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রিস্টানদের সম্পর্কের স্বরূপ আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র, কংগ্রেস থেকে দ্বিজাতিতত্ত্ব সবই তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই চলে আসে তাঁর জ্ঞানচর্চার আর একটি দিকের কথা। সেটি হ'ল মৌলবাদ। 'মৌলবাদ: এক নতুন সংজ্ঞা' গ্রন্থটি তাঁর এবিষয়ক আগ্রহের পরিচায়ক। মৌলবাদের সংজ্ঞায় মুক্ত মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সত্যপালন ও জনতোষণের স্বরূপ, বাঙালি ও বাংলাদেশ, মার্কিন মৌলবাদ, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে তিনি

আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "আদিতে মৌলবাদের অর্থ ছিল বীজসদৃশ, কিন্তু এক শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হচ্ছে মহীরুহ রূপে, প্রকাশ পাচ্ছে, তার নতুন চিহ্ন, বর্ণ ও মাত্রা। আমি মৌলবাদের ইতিহাস থেকে ঐ চিহ্ন, বর্ণ ও মাত্রাগুলিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেছি।" মার্কিন মৌলবাদ, ভারতীয় মৌলবাদের স্বতন্ত্ররূপ বিষয়ে তিনি সচেতন। তাঁর মুক্ত মনের এই সিদ্ধান্তগুলি এখন পুনর্পাঠের ও পুনর্মূল্যায়নের সময় এসেছে বলে মনে হয়।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নির্মোহ ঐতিহাসিক। তাঁর চেতনার প্রাজ্ঞ মানবতা প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৫৫-তে প্রকাশিত 'দ্বিতীয় পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'জার্নাল' কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে তাঁর মননকে চেনবার জন্য।

'ভেঙে গেল ঘুম,
কালো রাত্রি গভীর নিঝুম।
বনভূমি রিমিঝিমি ঝিল্লীর নেশাতে বুঁদ,
আরও কত ছমছমে শব্দের বুদ্বুদ
ফুটে উঠে পলকে মিলায়—
বের হয়ে আসি আঙিনায়—
খট্টাশের ঘ্রাণ
নিয়ে এলো কোথা থেকে বুনো অভিজ্ঞান,
নীলচে আলোর শিষ টেনে উল্কা খসে পড়ে,
সেগুনের পাতা থেকে শিশির অস্ফুটে ঝরে
কলার পাতায়।
ডেকে ওঠে কুকুর কোথায়,
পায়ের নীচের মাটি থরোথরো কাঁপে পরক্ষণে
বাঘের গর্জনে,
ভয়ার্ত পাখির ঝটাপটে মুখর রজনী।

সহসা আবার থামে সব : এমন কি ঝিল্লীধ্বনি?
হিংস্র নীরবতা এক বিভীষিকা করে
রইল দাঁড়িয়ে দৃঢ় বনের শিয়রে।"

চলচ্চিত্রে-আগ্রহী কবি ঐতিহাসিক সময়ের মাঝে চলমান পরিস্থিতিগুলিকে চিত্রকল্পে যেমন আঁকেন তেমনি পরিশীলিত গদ্যে ধরে রাখেন তীক্ষ্ণ মেধা ও মননকে।